4 JAN 2017

আশুগঞ্জে শিক্ষাবঞ্চিত ৮ হাজার শিশু শ্রমিক

■ আনোয়ার হোসেন, *আশুগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)*

অঞ্জনা, মৌসুমী, সালমান শাহ, রাজিব, বৃষ্টি, ময়ূরী– নামগুলো বাংলা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের হলেও এরা আসলে আশুগঞ্জের শিশু শ্রমিক। বয়স সাত থেকে চৌদ্দ। এদের কেউ স্কুলে যায় না, কেউবা স্কুল থেকে ঝরেপড়া শিশু। কেউ চাতালে বাবা-মার সহযোগী শ্রমিক, কেউবা হোটেল-রেস্তোরাঁর বয়-বেয়ারা। পরিবারের অর্থনৈতিক দীনতাসহ নানা কারণে আশুগঞ্জে এমন প্রায় আট হাজার শিশু শিক্ষাবঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এ বিরাটসংখ্যক শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা না গেলে শতভাগ শিক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

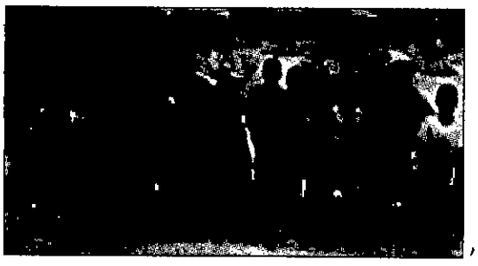

আশুগঞ্জের একটি চাতালে শিশু শ্রমিকরা ■ সমকাল

সুংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আশুগঞ্জের প্রায় চারশ' চাতালকলের ৩০ হাজার শ্রমিকের স্কুলবয়সী শিশু রয়েছে প্রায় সাত-আট হাজার। শ্রমিক পিতা-মাতার শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা-অসচেতনতা-উদাসীনতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও শিশুদের দ্বারা পরিবারে সামান্য বাড়তি রোজগারের আশায় তারা সন্তানদের স্কুলে পাঠান না।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাহনেওয়াজ পারভীন বলেন, চাতালের শিশুরা ভর্তি হওয়ার পর বছরের যে কোনো সময় স্থান পরিবর্তন করে চলে যায়। অন্য জায়গায় গিয়ে অনেকে আর ভর্তি হয় না। নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার জন্য জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা খন্দকার নিপুণ হোসাইন সমকালকে জানান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আওতায় কোনো কোনো জেলায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ-আরলি লার্নিং অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট (ইএলসিডি) প্রজেক্ট চালু থাকলেও প্রকল্পটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেই। চাতাল শিশুদের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি চালুর প্রত্যাশা করি।